



মৃত সাগর

তুমি সাগর দেখেছ? রাশি রাশি জলরাশি। খালি চোখে সাগরের অপর পাড় দেখা যায় না। এমনকি দূরবীন দিয়েও না। জাহাজে করে হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে দেখা মেলে অপর পাশের। গভীরতার কথা নাই বললাম। সাগরের তলদেশে যেতেও বিশেষ যানবাহনের সাহায্য লাগে এতটাই গভীর।

সাগর মাঝে মাঝে অশান্ত হয়। যেন রেগে যায়। তীরের দিকে ধেয়ে আসে শক্তিশালী ঢেউ। প্রচণ্ড ঢেউয়ে তৈরি হয় ফেনা। সেই ফেনিল ঢেউ প্রচণ্ড শক্তিতে আছড়ে পড়ে সাগর পাড়ে।





ঢেউয়ের শক্তি থাকে অনেক। তোমরা মাঝে মাঝেই দেখবে, সাগরে মানুষ মারা যায়। বাতাসে তৈরি স্রোত আর ঢেউয়ের শক্তি যখন একসাথ হয়ে যায়, তখন শক্তিশালী মানুষেরাও টিকে থাকতে পারে না।

কিন্তু যখন সাগর থাকে শান্ত, বাতাসের গতি থাকে কম, তখন ঢেউগুলো দারুণ ছন্দ তৈরি করে। পূর্ণিমা রাতে পাড়ে বসে সাগরের ঢেউ আর পানির শব্দ মনের মধ্যে এক মধুর অনুরণন তৈরি করে। সেই মাধুর্যের টানে হাজারো সাগরপ্রেমী ভীড় জমায় বিভিন্ন সাগরসৈকতে। মন পেতে শোনে সাগরের গম্ভীর ডাক, পানির সরলতার গান।



ধরো, তোমাকে একটা সাগরে ফেলে দেয়া হলো। কী হবে বলো তো?

কী হবে আবার, ডুবে যাবে! কিন্তু একটা সাগর আছে, যেখানে তুমি শুয়ে থাকলেও ডুবে যাওয়ার সুযোগ নেই। তুমি ভেসেই থাকবে। এর পিছনে কারণ হচ্ছে, এর পানিটা খুবই ঘন। এত ঘন যে, মানুষ ডুবতে পারে না।

সাগর মানেই কুমির, তিমি আর ভয়ংকর প্রাণীদের খেলা, তাই না?



অথচ অবাক করা কথা হলো, ছোটখাটো অণুজীব ছাড়া এই সাগরে কোনো প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে না। এজন্য এই সাগরের নাম ‘মৃত সাগর’ বা ‘ডেড সি’। আরবিতে বলে ‘আলবাহরুল মায়িত’।

এই সাগর এমন অবাক করা কেন? কেন তাতে কিছু বাঁচে না? এর পিছনে আছে এক গল্প। সেটাই শোনাবো এখন।

ইসমাইল আলাইহিস সালাম আর ইসহাক আলাইহিস সালামের একজন চাচাতো ভাই ছিলেন। তাঁদের চাচাতো ভাই নবি ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কী হন বলো তো? হ্যাঁ, ভাতিজা। সেই ভাতিজার নাম লূত আলাইহিস সালাম। তিনিও ছিলেন একজন নবি।



আল্লাহ লূত আলাইহিস সালামকে পাঠিয়েছিলেন ‘সাদূম’ নামক এক কওমের কাছে, যেন তিনি তাদেরকে হক পথে নিয়ে আসেন, তাদেরকে সঠিক পথ চেনাতে পারেন।

এই কওমের লোকগুলো ছিল খুবই নোংরা। লজ্জা-শরম বলতে ওদের কিছুই ছিল না। তাদের চরিত্র ছিল নষ্ট। তারা নানাভাবে একজন আরেকজনের ওপর জুলুম করতো। তারা একে অপরের সাথে মন্দ আচরণ করতো।

এমনকি কষ্টের কথা শোনো, লূত আলাইহিস সালামের স্ত্রীও তাদেরই একজন ছিলেন। তিনিও কাফির ছিলেন।

